NOV. 17 2002

চাঁদপুরে শিক্ষকদের মধ্যে টিউশনির প্রবণতা বেড়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, *চাঁদপুর থেকে*

জেলার সর্বত্র চলছে প্রাইভেট টিউশনির জমজমাট ব্যবসা। টিউশনির নামে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের কোচিং সেন্টার বা হোম। একশ্রেণীর শিক্ষকদের অর্থ উপার্জনের অন্যতম উৎস হয়ে উঠেছে এই টিউশনি। স্কুল বা কলেজে শিক্ষাদানের জন্য তারা যতটা না মনোযোগী তার চেয়ে বেশি মনোযোগী টিউশনিতে। টিউশনির পেশাটি সমাজে পাকাপোক্তভাবে আসন পেড়ে বসায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটছে। ছাত্রছাত্রীদেরও বাড়ছে টিউশনিতে নির্ভরতা। চাঁদপুরের বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় বাসা-বাড়িতে বা ভাড়া করা বাসায় এমনকি নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষে লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরিতে ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রাইভেট পড়াচ্ছেন। অধিক নম্বর পেয়ে ভাল রেজাল্ট করার গ্যারান্টি নিয়ে বিত্তশালী পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা পরম আনন্দে শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়ছে। অন্যদিকে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা অর্থের অভাবে প্রাইভেট পড়াতে পারছে না। এসব ছাত্রছাত্রীকে শ্রেণীকক্ষের পাঠদানের ওপর নির্ভর করেই লেখাপড়া চালিয়ে যেতে হচ্ছে। অথচ একশ্রেণীর শিক্ষক-শিক্ষিকার শ্রেণীকক্ষে যথার্থ পাঠদানের অনীহার কারণেই অনেক গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রী হতাশার গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছে। টিউশনিতে ব্যস্ত থাকেন বলে দেখা গেছে একশ্রেনীর শিক্ষক-শিক্ষিকা স্কুল-কলেজের শ্রেণীকক্ষে মনোযোগ সহকারে যথার্থ শিক্ষা দিচ্ছে না। চাকরির খাতায় নাম রাখার তাগিদে তারা স্কুল-কলেজগুলোতে হাজিরা দিলেও ছাত্রছাত্রীদের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছে না। অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা পরীক্ষাকে সামনে রেখেও পাঠক্রম শেষ করছে না। সম্ভাব্য প্রশ্ন সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের কোন সাজেশন দিচ্ছে না। এসব অভিযোগ নিম্ন আয়ের সচেতন অভিভাবকদের। অভিভাবকরা জানান, শ্রেণীকক্ষগুলোতে এমন ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা অগণিত যেসব ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষকগণ পুরো বছরে একদিনও পড়া জিজ্ঞাসা করেনি। হাসপাতালের দুর্নীতিবাজ ডাক্তাররা যেভাবে রোগীদের প্রাইভেট চেম্বারে যেতে বাধ্য করছে, ঠিক তেমনি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটি অংশও ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করছে।